দৈনিক বাংলা

তারিখ ৩।৩।৮১
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

106

পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে

গরম পড়তেই রাজধানী নগরী ঢাকায় এখন বিদ্যুৎ বিভ্রাট শুরু হয়েছে। সন্ধ্যা হতে না হতে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুতের লুকোচুরি খেলা শুরু হয়। কোথাও কারেন্ট এই আছে, এই নেই, কোথাও শ'-দেড়শ' ফ্লুয়োরের বালবগুলি জোনাকীর মত মিটমিট করে। কোন কোন এলাকায় সন্ধ্যা সাতটা-আটটার দিকে কারেন্ট চলে যায় এবং আসে রাত বারটা-একটার পরে। এসব এলাকার অধিবাসীরা মনে করতে বাধ্য হয়েছে যে, অন্ধকারই তাদের নিয়তি।

কিন্তু বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে সন্ধ্যার নগর জীবন অনেকটা নিশ্চল হয়ে পড়ে। আলো থাকে না বলে ঘরে ঘরে কাজ-কর্ম বন্ধ, ছোট ছোট অসংখ্য কল-কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং বেচাকেনা চলে না বিপণী কেন্দ্রগুলিতে। তবে এখন সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে স্কুল-কলেজের পরীক্ষার্থীদের। এই ক্ষতি রোধের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের অবিলম্বে তৎপর হওয়া কেবল দরকারই নয়, একান্ত জরুরীও।

এবারের এসএসসি পরীক্ষা ১২ই মার্চ শুরু হচ্ছে। মাঝে আর কয়েক দিন মাত্র বাকি। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় কোন বড় রকমের উন্নতি সাধন করা যে সম্ভব নয়—একথা আমরা বুঝি। তবে ইলেকট্রিক সাপ্লাই যদি আরেকটু বেশি সতর্ক ও সচেষ্ট হয়, তাহলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও লোডশেডিং এর ঘটনা অনেকটা কমবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। বিদ্যুৎ কর্মীরা সবসময় সতর্ক ও প্রস্তুত থাকলে তাড়াতাড়ি ছেঁড়া তার জোড়া লাগাতে পারবেন এবং মেরামত করতে পারবেন নষ্ট লাইন ও বিকল যন্ত্রপাতি। সাধারণত দেখা যায় কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন এবং ওভারলোডিং-এর জন্য ট্রান্সফরমার অকেজো হয়ে যায়। এসব স্থানে সব সময় নজর রাখলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট বন্ধ করা অনেকটা সম্ভব হবে। বিদ্যুৎ লাইন পরীক্ষাকারী ও মেরামতকারী ভ্রাম্যমাণ স্কোয়াডের সংখ্যা বাড়ানো হলেও সুফল পাওয়া যাবে। পরীক্ষার সময়ে আবাসিক ও ছাত্রাবাস এলাকাগুলি যাতে লোড-শেডিং-এর আওতামুক্ত থাকে তার নিশ্চয়তাও বিধান করা দরকার।